বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের সাম্মানিক স্নাতক ছাত্রছাত্রীদের জন্য
নির্ধারিত পাঠ্যসূচি অনুসারে লিখিত

অন্নংভট্ট বিরচিত

তর্কসংগ্রহ

[দীপিকা-টীকাসহ]

ড. সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য

এম্.এ. (দর্শন ও মনোবিদ্যা), পি-এইচ্.ডি. (কলি. বি.)
প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক, আশুতোষ কলেজ, কলকাতা;
'পাশ্চাত্য দর্শন', 'পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস (দুটি খণ্ড)', 'পাশ্চাত্য যুক্তিবিজ্ঞান',
'মনোবিদ্যা', 'সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শন', 'দার্শনিক বিশ্লেষণের ভূমিকা',
'সাম্মানিক নীতিবিদ্যা' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা।

2011

বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড

www.booksyndicate.org

Scanned with CamScanner

❑ ১.৫. প্রমা ও অপ্রমার চারটি বিভাগ

তর্কসংগ্রহ ঃ যথার্থানুভবশ্চতুর্বিধঃ প্রত্যক্ষানুমিত্যুপমিতিশাব্দভেদাৎ। তৎকরণমপি চতুর্বিধং—প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দভেদাৎ।

অনুবাদ ঃ যথার্থ অনুভব চার প্রকার। যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দবোধ। যথার্থ অনুভবের করণও চার প্রকার। যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ।

দীপিকা ঃ যথার্থানুভবং বিভজতে—যথার্থেতি। প্রসঙ্গাৎ প্রমাকরণং বিভজতে—তৎকরণমপি ইতি। প্রমাকরণমিত্যর্থঃ। প্রমায়াঃ করণং প্রমাণমিতি প্রমাণসামান্যলক্ষণম্।

Scanned with CamScanner

১.৫. ব্যাখ্যা ঃ প্রমা ও অপ্রমার চারটি বিভাগ

যথার্থ অনুভব বা প্রমা চার প্রকার। যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি এবং শাব্দবোধ। এই চার প্রকার যথার্থ অনুভবকে 'প্রমা' বলা হয়।

প্রমার যা করণ তাকে 'প্রমাণ' বলে। প্রমার মতো প্রমাণও চার প্রকার। যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ।

উল্লেখযোগ্য যে, 'প্রত্যক্ষ', 'অনুমিতি', 'উপমিতি' ও 'শাব্দবোধ'—এই শব্দগুলির দ্বারা সাধারণত যথার্থ অনুভব বা প্রমাকে বোঝানো হলেও ক্ষেত্র-বিশেষে শব্দগুলি যথার্থ ও অযথার্থ অনুভব অর্থাৎ প্রমা ও অপ্রমার যে কোন একটি ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়। অর্থাৎ শব্দগুলি যেমন যথার্থ অনুভব বা প্রমাকে বোধিত করে, তেমনি ক্ষেত্র বিশেষে অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমাকেও বোধিত করে। তাহলে বলতে হয় যে, **যথার্থ অনুভব বা প্রমার যেমন চারটি বিভাগ আছে, অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমারও তেমনি চারটি বিভাগ আছে—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দবোধ।**

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয় অধ্যায়

করণ

পাঠ্য বিষয় ঃ করণ (বিশেষ কারণ) ও কারণের (সাধারণ কারণ) সংজ্ঞা। অন্যথাসিদ্ধির (পরিহার্য) প্রত্যয় ও তার প্রকার। কার্যের লক্ষণ বা সংজ্ঞা। বিভিন্ন প্রকার কারণ ঃ সমবায়ি, অসমবায়ি ও নিমিত্ত কারণ, তাদের সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ।

□ ২.১. করণ

তর্কসংগ্রহ ঃ অসাধারণং কারণং করণম্।

অনুবাদ ঃ যে কারণ সাধারণ নয়, অসাধারণ, সেই অসাধারণ কারণকেই 'করণ' বলে।

তর্কদীপিকা ঃ কারণ লক্ষণমাহ—অসাধারণ ইতি। সাধারণ কারণে দিক্-কালাদৌ অতিব্যাপ্তি-করণায় অসাধারণ ইতি।

২.১. ব্যাখ্যা ঃ প্রমাকরণং প্রমাণম্

ন্যায়দর্শনে জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় 'প্রমা' ও 'প্রমাণ'ই মুখ্য বিষয়। প্রমা হল যথার্থজ্ঞান, আর প্রমার যা 'করণ' অন্নংভট্ট তাকেই তর্কদীপিকায় 'প্রমাণ' বলেছেন। 'প্রমাকরণং প্রমাণম্'—এটাই হল প্রমাণের সামান্য লক্ষণ। কাজেই 'প্রমাণের আলোচনা প্রসঙ্গে 'করণের' আলোচনা প্রয়োজনীয়।

করণ ও কারণ ঃ করণের লক্ষণ

'করণে'র লক্ষণ প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে বলেছেন, "অসাধারণং কারণং করণম্'। করণও একপ্রকার কারণ, তবে সব কার্যের ক্ষেত্রে উপস্থিত সাধারণ কারণ নয়, অসাধারণ কারণ—বিশেষ কার্যের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট কারণ। করণের লক্ষণ হল 'অসাধারণ কারণত্ব'। শুধুমাত্র 'কারণত্ব' করণের লক্ষণ হলে সাধারণকারণগুলিকেও 'করণ' বলতে হয় এবং তার ফলে লক্ষণটিতে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। অতিব্যাপ্তি বারণের জন্যই অন্নংভট্ট 'অসাধারণত্বে'র উল্লেখ করেছেন।

ন্যায়মতে, কোন কার্যেরই একটিমাত্র কারণ থাকে না, একাধিক কারণ থাকে। ঐসব কারণগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। কতকগুলি কারণ যে কোন কার্যের উৎপত্তিতে অর্থাৎ সকল কার্যের উৎপত্তিতে সাধারণভাবে উপস্থিত থাকে। এদের বলা হয় 'সাধারণ কারণ'। স্পষ্টতই সাধারণ কারণ সকল কার্যেরই কারণ। ন্যায় দর্শনে আটটি সাধারণ কারণের উল্লেখ আছে। যথা—ঈশ্বর, ঈশ্বরের জ্ঞান, ঈশ্বরের ইচ্ছা, ঈশ্বরের প্রযত্ন, দিক্, কাল, অদৃষ্ট (ধর্ম ও অধর্ম) এবং কার্যের প্রাগভাব। করণ যদি 'অসাধারণ কারণ' হয় তাহলে তা অবশ্যই এই আটটি 'সাধারণ কারণ' থেকে ভিন্ন পদার্থ হবে। লক্ষণে 'অসাধারণ' শব্দ যুক্ত করে অন্নংভট্ট 'করণ' শব্দটির প্রয়োগক্ষেত্র সঙ্কুচিত করেছেন এবং লক্ষণটিকে অতিব্যাপ্তি দোষ থেকে মুক্ত করেছেন। 'অসাধারণ' শব্দটির মাধ্যমে অন্নংভট্ট এটাই বলেছেন 'অসাধারণ' শব্দটির এটাই হল তাৎপর্য।

Scanned with CamScanner

যে, 'করণ' ও 'কারণ' সমার্থক নয়—করণমাত্রই কারণ হলেও কারণ মাত্রই করণ নয়। করণ কারণ হলেও তা অসাধারণ কারণ। অসাধারণ কারণ কার্যভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়, অর্থাৎ অসাধারণ কারণ হল কোন কার্যের প্রতি 'বিশিষ্ট কারণ', 'সাধারণ কারণ' নয়।

লক্ষণটির অস্পষ্টতা ঃ অসাধারণ কারণমাত্রকেই 'করণ' বলা চলে না ঃ

'অসাধারণং কারণং করণম্' অন্নংভট্ট প্রদত্ত করণের এই লক্ষণটির দ্বারা কোন কার্যের করণটিকে সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা গেল ঃ

ঘট-পটাদি কার্যোৎপত্তির ক্ষেত্রে কোন একটি বিশেষ অসাধারণ কারণের অর্থাৎ করণের উল্লেখ করা যায় না, একাধিক অসাধারণ কারণের উল্লেখ করতে হয়। এসব কারণের প্রত্যেকটি 'অসাধারণ', কেননা ঘটোৎপত্তির (ঘটরূপ কার্যের উৎপত্তির) ক্ষেত্রে যা প্রয়োজনীয় পটাদি উৎপত্তির ক্ষেত্রে তা প্রয়োজনীয় নয়। অর্থাৎ ঐসব কারণের কোনটিও 'সাধারণ কারণ' নয়। যেমন, ঘটরূপ কার্য সৃজনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় হল—সমবায়ি কারণরূপে কপাল (ঘটের উপরের অংশকে বলে 'কপাল'), অসমবায়িকারণরূপে কপাল-সংযোগ এবং নিমিত্ত কারণরূপে কুম্ভকার, চক্র, দণ্ড, জল, সূত্র, ইত্যাদি। তেমনি পট সৃজনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় হল—সমবায়ি কারণরূপে তন্তু, অসমবায়ি কারণরূপে তন্তু-সংযোগ এবং নিমিত্ত কারণরূপে তন্তুবায়, তাঁত তুরী, বেমা ইত্যাদি। এদের প্রত্যেকটি ঘট অথবা পট সৃজনের ক্ষেত্রে অসাধারণ কারণ, সাধারণ কারণ নয়। ঘটোৎপত্তির ক্ষেত্রে যা প্রয়োজনীয় তা কেবল ঘটোৎপত্তির ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয়, পটাদি কার্যের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নয়। তেমনি আবার পট-সৃজনের ক্ষেত্রে যা প্রয়োজনীয় তা কেবল পট-সৃজনের ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয়, ঘটাদি কার্যের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নয়। স্পষ্টতই, এইসব কারণগুচ্ছের প্রত্যেকটি অসাধারণ কারণ। 'অসাধারণং কারণং করণম্'—এটাই যদি করণের লক্ষণ হয়, অর্থাৎ অসাধারণ কারণমাত্রকেই যদি 'করণ' বলা হয়, তাহলে উপরোক্ত উদাহরণের প্রত্যেকটিকে নিজ নিজ কার্যের (ঘটের ক্ষেত্রে ঘটের, পটের ক্ষেত্রে পটের) করণরূপে গণ্য করতে হবে। অন্নংভট্ট সম্ভবত এমন অভিমত পোষণ করেননি—অসাধারণ কারণগুচ্ছের মধ্যে সম্ভবত তিনি একটিমাত্র কারণকেই করণরূপে গণ্য করতে চেয়েছেন।

সঙ্গতভাবে এখানে প্রশ্ন হল, কোন্ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা কারণগুচ্ছের মধ্যে বিশেষ একটি কারণকে 'অসাধারণ কারণ' বা 'করণ'রূপে চিহ্নিত করা যাবে? অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে অথবা তর্কদীপিকায় এ বিষয়ে কোন আলোকপাত করেননি, তিনি কেবল অসাধারণ কারণকেই 'করণ' বলেছেন। এবিষয়ে নৈয়ায়িকদের মধ্যেও মতভেদ আছে—প্রাচীন মত এবং নব্যমত। নীলকণ্ঠী ও সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় এই দুটি টীকা অনুসরণ করে দুটি ভিন্ন মতের—প্রাচীনমত ও নব্যমতের—উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা করা গেল।

প্রাচীন মত ঃ লক্ষণে 'ব্যাপারবদ্' শব্দের প্রয়োজনীতা

প্রাচীন মতের অনুসারীরা লক্ষণে 'ব্যাপারবদ্' শব্দটি যুক্ত করে বলেন, করণের সম্পূর্ণ লক্ষণটি হবে, 'ব্যাপারবদ্ অসাধারণং কারণং করণম্।' অর্থাৎ যে অসাধারণ কারণটি ব্যাপারবিশিষ্ট তাই করণ—যে কোন অসাধারণ কারণ করণ নয়। উপরোক্ত উদাহরণে, ঘট [illegible] একাধিক অসাধারণ কারণ থাকলেও, তাদের মধ্যে কেবল সেই [illegible] গ্রাহ্য হবে, যা ব্যাপারবদ্। ব্যাপারবদ্ই হল, সেই বৈশিষ্ট্য [illegible]

Scanned with CamScanner

যার দ্বারা একটি অসাধারণ কারণগুচ্ছের মধ্য থেকে একটিমাত্র কারণকে 'করণ'রূপে চিহ্নিত করা যাবে। তাহলে প্রাচীন মতে, যে অসাধারণ কারণটি ব্যাপারবিশিষ্ট হয়ে কার্যের জনক হয় অর্থাৎ কার্য উৎপন্ন করে তাই হল করণ।

'ব্যাপার' শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য ঃ

'ব্যাপার' শব্দের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়, 'দ্রব্যান্যত্বে সতি তজ্জন্যতে সতি তজ্জন্যজনকত্বম্'। দ্রব্যভিন্ন যে পদার্থ তজ্জন্য অথচ তজ্জন্যের জনক হয়, তাই হল ব্যাপার। সহজ কথায়, 'দ্রব্য ভিন্ন যে পদার্থ কোন কারণের কার্য হয়ে ঐ কারণের কার্যকে উৎপন্ন করে, তাই হল ব্যাপার। তাহলে, ব্যাপার হল—মূল কারণ ও অন্তিম কার্যের মধ্যবর্তী কারণ। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বোঝানো গেল। 'কুঠারেণ বৃক্ষং ছিনত্তি'—'কুঠার দিয়ে বৃক্ষ ছেদন করা হচ্ছে।' এখানে কুঠার-সংযোগ অর্থাৎ কুঠারের উত্তোলন-নিপাতন হল 'ব্যাপার', কুঠার ব্যাপারবদ্ হওয়ায় তা ছেদন-ক্রিয়ার 'করণ', এবং ছেদন হল 'কার্য'। কুঠার-সংযোগ বা কুঠারের উত্তোলন-নিপাতন (ওঠানো এবং নামানো) দ্রব্য পদার্থ নয়, তা হল কুঠারের কার্য, যদিও সেই কার্য কুঠারের কার্য ছেদনকে উৎপন্ন করে। তাহলে কুঠারের উত্তোলন-নিপাতন বা কুঠার-সংযোগ হল মধ্যবর্তী কারণরূপে 'ব্যাপার'। এই উত্তোলন-নিপাতনটি কুঠার-জন্য বা কুঠারের কার্য হয়েও কুঠারজন্য 'ছেদনের' কারণ। কুঠার থাকলেই ছেদন হয় না—কুঠার মুষ্টিবদ্ধ থাকলে ছেদন হয় না ; ছেদনের জন্য কুঠারের উত্তোলন-নিপাতন প্রয়োজনীয়। কুঠার সংযোগ বা কুঠারের উত্তোলন-নিপাতনটি কুঠারজন্য (কুঠারের কার্য) হয়ে কুঠারজন্য 'ছেদনের' জনক (কারণ) হওয়ায় তা কুঠারের 'ব্যাপার' ; এবং কুঠার, উত্তোলন-নিপাতনরূপ ব্যাপারবদ্ হওয়ার জন্য, ঐ ছেদনের 'করণ'। অন্যান্য কার্যের ক্ষেত্রেও একইভাবে 'ব্যাপারবদ্'রূপে করণ নির্ণয় করতে হবে। যেমন, ঘট সৃজনের ক্ষেত্রে চক্রের ভ্রমণ চক্রজন্য হয়ে ঘটের জনক (কারণ) হওয়ায় 'চক্রের ভ্রমণ' হল ব্যাপার এবং চক্র হল ব্যাপারবদ্‌রূপে ঘটের করণ। ভ্রমণ, চক্রের কার্যরূপে ব্যাপার এবং চক্র ব্যাপারবদ্‌রূপে করণ।

নব্যমত ঃ নব্যমতে করণের লক্ষণ ঃ

নব্যমতে, ব্যাপারবদ্ করণ নয়, ব্যাপারটাই করণ। এমতে, তাকেই 'অসাধারণ কারণ' বা 'করণ'রূপে গণ্য করতে হবে যা কার্যের অব্যবহিত পূর্ববর্তী এবং যার অভাবে কার্যের উৎপত্তি হতে পারে না। নব্যগণ করণের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'ফলাযোগ-ব্যবচ্ছিন্নং কারণং করণম্', যার অর্থ হল—অপরাপর অসাধারণ কারণ উপস্থিত থাকলেও যার অভাবে কার্যটি উৎপন্ন হতে পারে না, তাই হল করণ। লক্ষণটির অন্তর্গত 'ফল' শব্দটির অর্থ 'কার্য', 'অযোগ' শব্দের অর্থ 'না-হওয়া' এবং 'ব্যবচ্ছিন্ন' শব্দের অর্থ হল 'নিষিদ্ধ হওয়া'। তাহলে 'ফল-অযোগ-ব্যবচ্ছিন্ন কারণং করণম্'—করণের এই লক্ষণটির অর্থ হবে, 'যে কারণের দ্বারা কোন কার্যের না-হওয়া নিষিদ্ধ হয় (অর্থাৎ কার্যটির 'হওয়া' অনিবার্য হয়) সেই কারণটিই হল করণ। উপরোক্ত উদাহরণে বৃক্ষ-ছেদনের ক্ষেত্রে অপরাপর অসাধারণ কারণ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কুঠার-সংযোগ বা কুঠারের উত্তোলন-নিপাতন নিষিদ্ধ হলে (অর্থাৎ কুঠার-সংযোগের—কুঠারের উত্তোলন-নিপাতনের অভাব থাকলে) ছেদনরূপ কার্যটি ঘটতে পারে না। পক্ষান্তরে, সমস্ত অসাধারণ

Scanned with CamScanner

কারণ উপস্থিত থাকার সঙ্গে কুঠারের উত্তোলন-নিপাতন নিবিদ্ধ না হলে (অর্থাৎ কুঠার-সংযোগ—কুঠারের উত্তোলন-নিপাতন—ঘটলে) ছেদনরূপ কার্যটির ঘটা অনিবার্য হয়। কুঠারের উত্তোলন-নিপাতন ছেদন রূপ কার্যের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ঘটনা। সুতরাং 'ব্যাপার'রূপে কুঠার সংযোগ বা কুঠারের উত্তোলন-নিপাতনই ছেদনের 'করণ'।

স্পষ্টতই নব্যমতে, ফলাযোগব্যবচ্ছিন্নং কারণং করণম্' এই লক্ষণ অনুসারে ব্যাপারটাই করণ, যা ব্যাপারবদ্ তা করণ নয়। ছেদনের ক্ষেত্রে কুঠার-সংযোগ করণ। ঘট-সৃজনের ক্ষেত্রে দণ্ড-চক্রের ভ্রমণ ব্যাপার হওয়ায় তা করণ ; দণ্ড-চক্রাদি অসাধারন কারণ হলেও সেসব ব্যাপারবদ্ হওয়ায় করণ নয়। দণ্ড-চক্রাদি থাকলেই ঘট-সৃজন হয় না, যদি না তাদের ভ্রমণ ব্যাহত হয়। দণ্ড-চক্রাদির ভ্রমণ ঘট-সৃজনের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ঘটনা। একইভাবে, পট-সৃজনের ক্ষেত্রে তন্তুসংযোগ ব্যাপার হওয়ায় তা পটরূপ কার্যের করণ ; তন্তু অসাধারণ কারন হলেও তা ব্যাপারবদ হওয়ায় করণ নয়। তন্তু থাকলেই পট-সৃজন হয় না, যদি না সংযোগ নিবিদ্ধ হয়। তন্তু-সংযোগ পট-সৃজনের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ঘটনাও।

তাহলে, প্রাচীন মতে, যা ব্যাপারবদ্ অর্থাৎ ব্যাপারবিশিষ্ট তাই হল করণ। যেমন ছেদনরূপ কার্যের ক্ষেত্রে কুঠার করণ, ঘটরূপ কার্যের ক্ষেত্রে চক্রদণ্ড করণ ; পট-সৃজনের ক্ষেত্রে তন্তু করণ ; পক্ষান্তরে নব্যমতে, ব্যাপারটাই করণ। ছেদন-কার্যের ক্ষেত্রে কুঠারের উত্তোলন-নিপাতন করণ, ঘট-সৃজনের ক্ষেত্রে চক্র-দণ্ডের ভ্রমণ করণ, পট-সৃজনের ক্ষেত্রে তন্তু-সংযোগ করণ।

উল্লেখযোগ্য যে, অন্নংভট্ট এই দুটি ভিন্ন মত সম্পর্কে অবহিত থাকলেও কোন একটি বিশেষ মতের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করেননি। ক্ষেত্রবিশেষে, প্রাচীন মত অনুসরন করে অন্নংভট্ট 'ব্যাপারবদ্'কে 'করণ' বলেছেন, আবার ক্ষেত্রবিশেষে নব্যমত অনুসরণ করে তিনি 'ব্যাপার'কে 'করণ' বলেছেন। যেমন, কেবল প্রত্যক্ষ প্রমার ক্ষেত্রেই তিনি 'ব্যাপারবদ্'রূপে ইন্দ্রিয়কে 'করণ' বলেছেন। প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি এবং শাব্দ-প্রমার ক্ষেত্রে অন্নংভট্ট নিম্নোক্তভাবে 'করণ' ও 'ব্যাপার' নির্দেশ করেছেন—

প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে—

করণ—ইন্দ্রিয়

ব্যাপার—সংযোগাদি সন্নিকর্ষ।

অনুমিতির ক্ষেত্রে—

করণ—ব্যাপ্তিজ্ঞান (তবে, 'পরামর্শজন্যং জ্ঞানং অনুমিতি', অনুমিতির এই লক্ষণ অনুসারে 'পরামর্শই' 'করণ' হয়)।

ব্যাপার—পরামর্শ।

উপমিতির ক্ষেত্রে—

করণ—সাদৃশ্যজ্ঞান।

ব্যাপার—অতিদেশবাক্যার্থ-স্মরণ, এবং

শাব্দজ্ঞানের ক্ষেত্রে—

করণ—পদজ্ঞান

ব্যাপার—পদজন্য পদার্থস্মৃতি।

Scanned with CamScanner

স্পষ্টতই, অন্নংভট্ট 'করণ' শব্দটি সব ক্ষেত্রে অভিন্ন অর্থে—'ব্যাপারবদ্' অথবা 'ব্যাপার' অর্থে প্রয়োগ করেননি। তর্কসংগ্রহ হল যুক্তিশাস্ত্রের নবীন ছাত্রদের জন্য প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক। অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে বিষয় আলোচনার জটিলতাকে যথাসম্ভব পরিহার করে আলোচনাকে সহজ ও সুবোধ্য করতে চেয়েছেন, যাতে যুক্তিশাস্ত্রের নবীন ছাত্ররা বিভ্রান্ত না হয়। সম্ভবত এই উদ্দেশ্যেই তিনি ক্ষেত্রবিশেষে 'ব্যাপারবদ্'কে এবং ক্ষেত্রবিশেষে 'ব্যাপার'কে 'করণ' বলেছেন। তবে সব ক্ষেত্রেই অন্নংভট্ট অসাধারণ কারণকেই 'করণ' বলেছেন, সাধারণ কারণকে কোন ক্ষেত্রেই 'করণ'রূপে গণ্য করেননি।

❑ ২.২. কারণ

তর্কসংগ্রহ ঃ কার্যনিয়তপূর্ববৃত্তি কারণম্।

অনুবাদ ঃ যা নিয়ত কার্যের পূর্ববর্তীরূপে থাকে, তাকেই 'কারণ' বলে।

তর্কদীপিকা ঃ কারণলক্ষণমাহ—কার্য ইতি। পূর্ববৃত্তি কারণম্ ইত্যুক্তে রাসভাদৌ অতিব্যাপ্তিঃ স্যাৎ, অতঃ নিয়ত ইতি। তাবন্মাত্রে কৃতে কার্যে অতিব্যাপ্তিঃ, অতঃ পূর্ববৃত্তি ইতি। ননু তন্তুরূপমপি পটং প্রতি কারণং স্যাৎ ইতি চেৎ। ন। অনন্যথাসিদ্ধত্বে সতি ইতি বিশেষণাৎ। অনন্যথাসিদ্ধত্বম্ অন্যথা-সিদ্ধিবিরহঃ।

২.২. ব্যাখ্যা ঃ অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে কারণের লক্ষণ প্রকাশ করে বলেছেন—'কার্যনিয়ত-পূর্ববৃত্তি কারণম্', যার অর্থ হল, 'যে পদার্থ কার্যের নিয়ত (নিয়মিতভাবে) পূর্ববর্তীরূপে থাকে, তাই হল ঐ কার্যের কারণ।' লক্ষণটিতে দুটি মূল শব্দ আছে ; 'নিয়ত' ও 'পূর্ববৃত্তি' (পূর্বে থাকা) এবং কারণের স্বরূপ প্রকাশের জন্য তাদের কোন একটিকেও অপসারিত করা চলে না—কোন একটি শব্দকে অপসারিত করলে লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। অর্থাৎ কারণের স্বরূপ প্রকাশার্থে দুটি শব্দই অত্যাবশ্যক। শব্দদুটির প্রয়োজনীয়তা 'ক' এবং 'খ' অনুচ্ছেদে ব্যাখ্যা করা গেল।

(ক) 'নিয়ত' শব্দের প্রয়োজনীয়তা ঃ

'নিয়ত' শব্দের অর্থ হল 'নিয়মযুক্ত' বা 'নিয়মিতভাবে থাকা'। যেমন, 'যেখানে ক সেখানেই খ এবং যে ক নেই সেখানে খ-ও নেই।' তাহলে নিয়মযুক্ত বা নিয়তত্ব হল ব্যাপকত্ব—ব্যাপ্য ও ব্যাপকের সম্বন্ধ। অন্নংভট্ট দীপিকাতে বলেছেন, কারণের লক্ষণ থেকে 'নিয়ত' শব্দটি অপসারিত হলে 'রাসভাদৌ অতিব্যাপ্তিঃ' অর্থাৎ রাসভ (গর্দভ) প্রভৃতিতে অতিব্যাপ্তি হয়। রাসভাদিতে পূর্ববৃত্তিত্ব থাকলেও নিয়তত্ব বা ব্যাপকত্ব না থাকায় লক্ষণটিতে অতিব্যাপ্তি ঘটে। দীপিকায় উত্থাপিত অতিব্যাপ্তির অভিযোগটি নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করা গেল—

কারণের লক্ষণ থেকে 'নিয়ত' শব্দটি অপসারিত করে যদি বলা হয় 'কার্য-পূর্ববৃত্তি কারণম্', তাহলে লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। ধরা যাক, কোন কুম্ভকার মৃন্ময় ঘট সৃজনের জন্য রাসভের পিঠে মৃত্তিকা বহন ক'রে ঘট সৃজন করে। এক্ষেত্রে রাসভ ঘটের পূর্ববর্তী হওয়ায় এবং 'কার্য-পূর্ববৃত্তি মাত্র'কে কারণ বলায় রাসভকে ঘটের কারণরূপে গণ্য করতে হবে। কিন্তু রাসভকে ঘটের 'কারণ' বলা চলে না, কেননা রাসভ বিশেষ কোন ক্ষেত্রে ঘট-সৃজনের পূর্ববর্তী হলেও নিয়মিতভাবে পূর্ববর্তী নয়। ঘট-সৃজনের জন্য কুম্ভকার সর্বদাই (নিয়ত) রাসভের পিঠে মৃত্তিকা

বহন করে না—কখনো গো-শকটের দ্বারা, কখনো গো-এর পৃষ্ঠদেশে, কখনো আবার নিজ হাতে মৃত্তিকা বহন ক'রে ঘট নির্মাণ করে। স্পষ্টতই, রাসভ, গো-শকট, গো ইত্যাদি (রাসভাদি) কদাচিৎ ঘটের পূর্ববর্তী হলেও নিয়ত পূর্ববর্তী নয় এবং সেজন্য রাসভাদিকে ঘটের কারণ বলা চলে না, বললে কারণের লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। এই দোষ বারণের জন্যই লক্ষণে 'নিয়ত' শব্দটি যুক্ত হয়েছে। 'নিয়ত' শব্দটি যুক্ত হওয়ায় লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি দোষ থেকে মুক্ত হয়।

(খ) 'পূর্ববৃত্তি' শব্দের প্রয়োজনীয়তা ঃ

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য যে, কারণ প্রসঙ্গে 'পূর্ববৃত্তি' শব্দের অর্থ 'শুধুমাত্র পূর্বে থাকা' নয়, তা হল 'অব্যবহিত পূর্বে থাকা'। যেমন, ঘট-সৃজনের ঠিক পূর্বক্ষণে যা থাকে তাই হল 'পূর্ববৃত্তি'' শব্দের অর্থ। কেবল 'পূর্বকালে থাকা'কে পূর্ববৃত্তিরূপে গণ্য করলে যে পদার্থ কার্যের বহুকাল পূর্বে থাকে, তাকেও কোন কার্যের কারণরূপে গণ্য করতে হবে। কুম্ভকার, যে মৃন্ময় ঘট সৃজন করে, তাকেই ঘটের কারণরূপে (নিমিত্তকারণরূপে) গণ্য করা হয়, কেননা তার উপস্থিতি ঘট সৃজনের ঠিক অব্যবহিত পূর্বক্ষণে থাকে, তার পূর্ব-পূর্বপুরুষগণ ঠিক পূর্বক্ষণে থাকে না। এজন্য, কুম্ভকারের পিতা, প্রপিতা, প্র-প্রপিতা প্রভৃতি (যারা কোন এককালে না থাকলে কুম্ভকারের জন্ম হতে পারে না) কুম্ভকার কর্তৃক ঘট-সৃজনের পূর্ববর্তী হলেও তাদের 'কারণ' বলা যাবে না।

এখন, লক্ষণ থেকে 'পূর্ববৃত্তি' শব্দটি অপসারিত করে যদি বলা হয় 'কার্যনিয়তবৃত্তি কারণম্'—'যা নিয়মিতভাবে কার্যের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে থাকে, তাই কারণ', তাহলেও লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হয়। দীপিকাতে অন্নংভট্ট বলেছেন, 'তাবন্মাত্রে কৃতে কার্যে অতিব্যাপ্তিঃ, অতঃ পূর্ববৃত্তি ইতি।' অর্থাৎ, যদি এইটুকুমাত্র ('কার্যনিয়তবৃত্তি কারণম্' এইটুকুমাত্র) বলা হয়, তাহলেও কার্যে অতিব্যাপ্তি হয়—কারণের লক্ষণটি কার্যেও প্রযুক্ত হয়। যেমন, পটরূপ কার্যই নিজ কারণরূপে গ্রাহ্য হয়। এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্যই লক্ষণে 'পূর্ববৃত্তি' শব্দটি যুক্ত হয়েছে। বিষয়টির কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা প্রয়োজন—

একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, প্রতিটি বস্তুই তার নিজের সঙ্গে একাত্ম। যেমন, 'ক হয় ক' বা 'মানুষ হয় মানুষ'। যুক্তিশাস্ত্রে 'একাত্মতা'কে একপ্রকার সম্বন্ধরূপে গণ্য করা হয়—'তাদাত্ম্য সম্বন্ধ'। তাহলে মানতে হয় যে, প্রতিটি বস্তু তাদাত্ম্য সম্বন্ধে নিজের সঙ্গে নিয়ত সম্বন্ধযুক্তরূপে থাকে। এমন বলার অর্থ হল, 'প্রত্যেক কার্যই তাদাত্ম্য সম্বন্ধে নিয়ত নিজের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে থাকে। 'কার্যনিয়তবৃত্তি কারণম্'—'কার্যের সঙ্গে নিয়মিতভাবে যা থাকে'—এটাই কারণের লক্ষণ হলে (অর্থাৎ 'পূর্ববৃত্তি' শব্দটি লক্ষণ থেকে অপসারিত হলে) পটের কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে পটকেই তার কারণ বলতে হয়, কেননা পটের সঙ্গে পট নিয়ত তাদাত্ম্য সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত থাকে। এভাবে, কারণের লক্ষণটি কার্যের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হওয়ায় লক্ষণে অতিব্যাপ্তি ঘটে। এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য 'পূর্ববৃত্তি' শব্দটি লক্ষণে সন্নিবেশিত হয়েছে। কার্যে নিয়তত্ব থাকলেও পূর্ববৃত্তিত্ব না থাকায় অতিব্যাপ্তি হয় না। কার্যোৎপত্তির পূর্বক্ষণে কার্য না থাকায় কার্যকে তার নিজের সঙ্গে 'নিয়তপূর্ববৃত্তি' বলা চলে না। তাহলে, 'নিয়তপূর্ববৃত্তি' বললে কেবল কারণকেই বোঝানো হয়, কার্যকে নয়।

Scanned with CamScanner

লক্ষণটির দোষ—অসম্পূর্ণতা

অন্নংভট্ট দীপিকাতে তর্কসংগ্রহে প্রদত্ত লক্ষণটিকে—'কার্যনিয়ত পূর্ববৃত্তি কারণম্' এই লক্ষণটিকে, একটি অতিরিক্ত বিশেষণ ব্যতিরেকে অসম্পূর্ণ বলেছেন, কেননা ঐ বিশেষণ ব্যতিরেকে লক্ষণটি গ্রহণ করলে তন্তুরূপও পটের কারণরূপে গ্রাহ্য হয়। দীপিকাতে অন্নংভট্ট লক্ষণটির বিরুদ্ধে আপত্তি করে বলেছেন, 'ননু তন্তুরূপমপি পটং প্রতি কারণং স্যাৎ ইতি চেৎ, ন। অনন্যথাসিদ্ধত্বে সতি ইতি বিশেষণাৎ।' যার অর্থ হল—'একটি অতিরিক্ত বিশেষণ, 'অনন্যথাসিদ্ধ' বিশেষণটি যুক্ত না করলে লক্ষণটি অসম্পূর্ণ হয় এবং তার ফলে 'কার্যনিয়তপূর্ববৃত্তি কারণম্' এই লক্ষণটিতে পটের প্রতি তন্তুরূপ কারণরূপে গ্রাহ্য হয়। যে পদার্থ কার্যের 'পূর্ববর্তী' এবং 'নিয়ত পূর্ববর্তী' কেবলমাত্র তাকেই কারণরূপে গণ্য করলে তন্তুকে যেমন পটের কারণ বলা হয়, তন্তুরূপকেও (সুতোর রঙকেও) তেমনি পটের কারণ বলতে হবে এবং তার ফলে এক্ষেত্রেও লক্ষণটিতে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটবে। তন্তুরূপকে, বাস্তবিকপক্ষে, তন্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তন্তুতে তন্তুরূপ অবিচ্ছিন্নরূপে সর্বদাই থাকে। সুতরাং, 'নিয়ত পূর্ববর্তী'রূপে তন্তু যদি পটের কারণরূপে স্বীকৃত হয়, তাহলে ঐ একই যুক্তিতে, তন্তুরূপকেও পটের কারণরূপে স্বীকার করতে হবে। কিন্তু তন্তুকেই পটের কারণরূপে গণ্য করা হয়, তন্তুরূপকে নয়। তন্তুরূপ পটরূপের (অসমবায়ি) কারণ হলেও পটের কারণ নয়। স্পষ্টতই, তর্কসংগ্রহে প্রদত্ত কারণের লক্ষণটিতে তন্তুরূপ পটের কারণরূপে গ্রাহ্য হওয়ায় লক্ষণটিকে 'অসম্পূর্ণ' বলতে হয়, কেননা লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য অন্নংভট্ট দীপিকাতে একটি বিশেষণ, 'অনন্যথাসিদ্ধ' বিশেষণ, সন্নিবেশিত করে কারণের সম্পূর্ণ লক্ষণটিকে এভাবে বলেছেন, 'অনন্যথাসিদ্ধ নিয়তপূর্ববৃত্তিত্বম্ কারণম্'। যে পদার্থ অনন্যথাসিদ্ধ হয়ে কার্যের নিয়ত পূর্বে থাকে, তাই হল কারণ। তন্তুরূপ পটের নিয়ত পূর্ববর্তী হলেও তা পটের প্রতি অনন্যথাসিদ্ধ নয়।

'অনন্যথাসিদ্ধ' শব্দটির অর্থ

যা অন্যথাসিদ্ধ নয় অর্থাৎ যা অন্যথাসিদ্ধি শূন্য, তাই অনন্যথাসিদ্ধ। কার্যের নিয়ত পূর্ববর্তী হলেও যা না থাকলেও কর্যোৎপত্তির কোন বিঘ্ন ঘটে না, অর্থাৎ যা কার্যোৎপত্তির ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজনীয় বা অপরিহার্য নয়, তাই হল কার্যের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ। যার অভাব কার্য ঘটার অন্তরায় হয় না, তা কার্যের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ। তাহলে, কার্যোৎপত্তি প্রসঙ্গে 'অনন্যথাসিদ্ধ'-এর অর্থ হল—কার্যোৎপত্তির ক্ষেত্রে যা অপরিহার্য, যার অভাব থাকলে কার্যোৎপত্তি হয় না। পট-উৎপাদনের ক্ষেত্রে তন্তু হল অপরিহার্য উপাদান, তন্তুরূপ নয়। এখানে তন্তু মূল, তন্তুরূপ মূল-নির্ভর অবিচ্ছেদ্য ধর্ম মাত্র। তন্তুবায় পট-সৃজনের উদ্দেশে যে উপাদান সংগ্রহ করতে চায় তা হল তন্তু, যদিও সেই তন্তুতে তন্তুরূপও থাকে। পট-সৃজনের জন্য তন্তু হল অনন্যথাসিদ্ধ (অপরিহার্য), আর তন্তুরূপ অন্যথাসিদ্ধ। কাজেই কারণের লক্ষণটিতে 'অনন্যথাসিদ্ধ' বিশেষণটি যুক্ত হলে লক্ষণটি আর অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হয় না, কেননা সেক্ষেত্রে তন্তুরূপ পটের নিয়ত পূর্ববর্তী হলেও, অনন্যথাসিদ্ধ না হওয়ায়, তাকে (তন্তুরূপকে) আর পটের কারণরূপে গণ্য করা চলে না। দীপিকাতে অন্নংভট্ট এজন্যই কারণের লক্ষণটিতে (কার্যনিয়তপূর্ববৃত্তি কারণম্'—এই লক্ষণটিতে) 'অনন্যথাসিদ্ধ' বিশেষণটি যুক্ত করে বলেছেন, কারণের সম্পূর্ণ লক্ষণটি হল—

Scanned with CamScanner

অনন্যথাসিদ্ধ কার্য-নিয়তপূর্ববৃত্তি কারণম্'—কার্যের প্রতি যা অনন্যথাসিদ্ধ (অপরিহার্য) এবং যা কার্যের নিয়ত পূর্ববর্তী, তাই হল কারণ। 16/4/20

❑ ২.৩. অন্যথাসিদ্ধের প্রকারভেদ

তর্কদীপিকা ঃ অন্যথাসিদ্ধিঃ ত্রিবিধা—(১) যেন সহৈব যস্য যং প্রতি পূর্ববৃত্তিত্বম্ অবগম্যতে, তং তেন অন্যথাসিদ্ধম্। যথা—তন্তুনা তন্তুরূপম্ তন্তুত্বং চ পটং প্রতি। (২) অন্যং প্রতি পূর্ববৃত্তিত্বে জ্ঞাতে এব যস্য যং প্রতি পূর্ববৃত্তিত্বম্ অবগম্যতে তং প্রতি তৎ অন্যথাসিদ্ধম্। যথা—শব্দং প্রতি পূর্ববৃত্তিত্বে জ্ঞাতে এব পটং প্রতি আকাশস্য। (৩) অন্যত্র ক্লৃপ্ত-নিয়ত-পূর্ববৃত্তি ন এব কার্যসম্ভবে তৎসহভূতম্ অন্যথাসিদ্ধম্। যথা—পাকজস্থলে গন্ধং প্রতি রূপপ্রাগভাবস্য। এবং চ অন্যথাসিদ্ধ-নিয়ত-পূর্ববৃত্তিত্বম্ কারণত্বম্।

২.৩. ব্যাখ্যা ঃ তর্কসংগ্রহে অন্নংভট্ট অন্যথাসিদ্ধির প্রকারভেদ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ না করলেও দীপিকাকে তিন প্রকার অন্যথাসিদ্ধির উল্লেখ করেছেন। যথা—

(১) 'তন্তুনা তন্তুরূপম্ তন্তুত্বং চ পটং প্রতি'—পটের (বস্ত্রের) প্রতি তন্তুর রূপ ও তন্তুত্ব-জাতি হল অন্যথাসিদ্ধ। পট একটি কার্য এবং পটের কারণ হল তন্তু (কেননা তা অনন্যথাসিদ্ধ নিয়ত পূর্ববর্তী)। তন্তুরূপ ও তন্তুত্বজাতি তন্তুতে সমবায় সম্বন্ধে আশ্রিত থাকে। এজন্য তন্তুর জ্ঞান হলে আমাদের তন্তুরূপ ও তন্তুত্বজাতিরও জ্ঞান হয় এবং আমরা এটাও জানি যে, তন্তুর মতো তন্তুরূপ ও তন্তুত্বজাতিও পটের 'নিয়ত-পূর্ববর্তী।' কিন্তু তথাপি তন্তুকেই অনন্যথাসিদ্ধরূপে (অপরিহার্যরূপে) পটের কারণ বলা হয়, তন্তুধর্মরূপে তন্তুরূপ ও তন্তুত্বজাতিকে পটের কারণরূপে গণ্য করা হয় না, কেননা পটের উৎপত্তি প্রসঙ্গে ঐ দুটি ধর্ম অন্যথাসিদ্ধ। এখানে ন্যায়ের যুক্তি হল—গুণমাত্রই দ্রব্য-নির্ভর। দ্রব্যের জ্ঞান না হলে সেই দ্রব্যে আশ্রিত গুণের জ্ঞান সম্ভব নয়। তন্তুরূপ ও তন্তুত্বজাতিকে জানতে হলে তৎপূর্বে তন্তুর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন এবং তন্তুর জ্ঞান হওয়া মাত্রই আমরা এটাও জানি যে তন্তুই হল পটের কারণ—উপাদান কারণ। কোন কার্যের কারণরূপে যদি একটিমাত্র পদার্থকে কারণরূপে নির্ণয় করা যায়, তাহলে সেই পদার্থের অবিচ্ছেদ্য ধর্মগুলিকে কারণরূপে গণ্য করলে বাহুল্যদোষ বা 'গৌরব দোষ' ঘটে। 'লাঘবের' খাতিরে সর্বাধিক কম সংখ্যক কারণের দ্বারাই কার্যের ব্যাখ্যা দেওয়া রীতিসম্মত। এজন্যই, লাঘবের খাতিরে তন্তুরূপ ও তন্তুত্ব জাতিকে পটের প্রতি 'অন্যথাসিদ্ধ' বলা হয়েছে। তাহলে, সাধারণভাবে এমন বলা চলে যে, কোন কার্যের একটি কারণ নির্ণয় করা হলে, সেই কারণে বর্তমান অবিচ্ছেদ্য ধর্মগুলি হবে ঐ কার্যের অন্যথাসিদ্ধ'।

(২) 'শব্দং প্রতি পূর্ববৃত্তিত্বে জ্ঞাতে এব পটং প্রতি আকাশস্য'—'আকাশকে শব্দের কারণরূপে জানা থাকলে, পটের প্রতি আকাশ হবে অন্যথাসিদ্ধ।' ন্যায় মতে, আকাশ (ব্যোম) হল এক, অনন্ত (বিভু) ও নিত্য দ্রব্য যা অপ্রত্যক্ষগোচর। আকাশের অস্তিত্ব অনুমানলব্ধ। প্রত্যক্ষগোচর শব্দ-গুণের আশ্রয়রূপে আকাশের অস্তিত্ব অনুমান করা হয়। আকাশ নিত্য ও বিভু দ্রব্যরূপে অবশ্যই সমস্ত কার্যের—ঘটপটাদি সমস্ত কার্যের—নিয়ত পূর্ববর্তীরূপে থাকে। তবে, এপ্রকার নিয়ত-পূর্ববর্তিতার জন্য আকাশকে পট অথবা ঘটের কারণ বলা যাবে না, আকাশকে ঘটপটাদির প্রতি অন্যথাসিদ্ধই বলতে হবে। আকাশ কেবল শব্দেরই জনক (কারণ), শব্দজনকত্ব ভিন্ন আকাশের অন্য কোন পরিচয় নেই। আকাশ শব্দ ভিন্ন অন্য কোন কার্যের

Scanned with CamScanner

নিয়ত পূর্ববর্তী হলেও তা কারণ বলে গ্রাহ্য হতে পারে না। শব্দের প্রতি আকাশের পূর্ববৃত্তিত্ব জানলে তবেই ঘটপটাদির প্রতি আকাশের পূর্ব-বৃত্তিত্ব জানা যায়। এজন্য শব্দের প্রতি আকাশ অনন্যথাসিদ্ধ হলেও ঘটপটাদির প্রতি আকাশ অন্যথাসিদ্ধ। এখানে ন্যায়-যুক্তিটি হল—কোন কার্যের প্রতি কোন পদার্থের নিয়তপূর্ববৃত্তিত্ব জানার পর যদি জানা যায় যে, ঐ পদার্থটি অন্য কোন কার্যেরও নিয়ত পূর্ববর্তীরূপে থাকে, তাহলে সেই পদার্থটি 'অন্য কোন কার্যের প্রতি' হবে অন্যথাসিদ্ধ। যদিও নিত্যদ্রব্য আকাশ ঘটপটাদি কার্যের নিয়ত পূর্ববর্তী, তথাপি ঐ আকাশকে 'শব্দ' নামক অপর একটি কার্যের নিয়ত পূর্ববর্তীরূপে জানার পরেই ঘটপটাদির প্রতি আকাশের 'নিয়ত-পূর্ববর্তিতা' জানা যায়। এজন্যই আকাশ শব্দরূপ কার্যের কারণরূপে গ্রাহ্য হলেও, অপরাপর কার্যের প্রতি—ঘটপটাদির প্রতি—অন্যথাসিদ্ধ।

(৩) 'পাকজস্থলে গন্ধং প্রতি রূপপ্রাগভাবস্য'—'পাকজ স্থলে গন্ধের প্রতি রূপ-প্রাগভাব হল অন্যথাসিদ্ধ।' কোন পাকজ স্থলে (কোন কিছু পেকে গেলে, যথা—আমে পাক ধরলে) গন্ধ, রূপ, রস প্রভৃতি একই সঙ্গে পরিবর্তিত ও কার্যরূপে উৎপন্ন হয়। ন্যায়মতে, কোন কার্যের উৎপত্তিতে সেই কার্যের প্রাগভাব অন্যতম কারণ, কেননা কার্যের প্রাগভাবটি নিয়ত পূর্ববর্তীরূপে থাকে। একটি পরিণত ফল, যথা—ডাঁসা আম, পাকজ হলে (পাক ধরলে) কেবল সুগন্ধই উৎপন্ন হয় না, একই সঙ্গে রূপ, রস ইত্যাদি গুণেরও রূপান্তর ঘটে, অর্থাৎ পরিবর্তিত রূপ, রস ইত্যাদি গুণের উৎপত্তি হয়। এখানে সুগন্ধের অন্যতম কারণ হল সেই গন্ধের প্রাগভাব ; তেমনি রূপের উৎপত্তির কারণ হল রূপের প্রাগভাব। কিন্তু এক্ষেত্রে, পাকজ ক্ষেত্রে, সুগন্ধের উৎপত্তির পূর্বে কেবল গন্ধের প্রাগভাবই নিয়ত পূর্ববৃত্তিরূপে থাকে না, রূপের প্রাগভাবও গন্ধের প্রাগভাবের সঙ্গে নিয়ত পূর্ববৃত্তিরূপে সহাবস্থান করে। তাহলে প্রশ্ন হল, রূপের প্রাগভাবকেও সুগন্ধের উৎপত্তির কারণ বলা হবে না কেন? প্রশ্নোত্তরে অন্নংভট্ট ক্লৃপ্ত-এর যুক্তি —লঘু-এর যুক্তি অর্থাৎ লাঘব-ন্যায়-যুক্তি উল্লেখ করে বলেন, একটিমাত্র প্রকল্প দ্বারা কোন কার্যের উৎপত্তির ব্যাখ্যা প্রদান যদি সম্ভব হয়, তাহলে অতিরিক্ত প্রকল্প বাহুল্যদোষে (গৌরব দোষে) দুষ্ট হবে এবং অতিরিক্ত প্রকল্পটি ঐ কার্যের প্রতি অন্যথাসিদ্ধরূপে গ্রাহ্য হবে ('অন্যত্র ক্লৃপ্ত-নিয়ত-পূর্ববৃত্তি ন এব কার্যসম্ভবে তৎসহভূতম্ অন্যথাসিদ্ধম্)। কেবল গন্ধের প্রাগভাবের দ্বারাই যদি পাকজস্থলে সুগন্ধের উৎপত্তিকে ব্যাখ্যা করা যায়, তাহলে লাঘব-যুক্তির খাতিরে ঐ গন্ধাভাবকেই গন্ধোৎপত্তির কারণরূপে গণ্য করতে হবে এবং রূপাভাব গন্ধাভাবের সহভূত (সহগামী) হলেও গন্ধের প্রতি রূপাভাবকে অন্যথাসিদ্ধরূপে গণ্য করতে হবে।

অন্নংভট্টের মতে, উপরোক্ত তিন প্রকার অন্যথাসিদ্ধই কার্যের নিয়ত পূর্ববর্তী হলেও তাদের কোনটিও কার্যের কারণ নয়। যা 'অন্যথাসিদ্ধবিরহ' বা অন্যথাসিদ্ধশূন্য হয়ে অর্থাৎ অনন্যথাসিদ্ধরূপে নিয়ত কার্যের পূর্বে থাকে, তাই হল কারণ।

❑ ২.৪. কার্য

তর্কসংগ্রহ ঃ কার্যং প্রাগভাব-প্রতিযোগি।

অনুবাদ ঃ যা প্রাগভাবের প্রতিযোগী তাকেই 'কার্য' বলে।

তর্কদীপিকা ঃ কার্য-লক্ষণমাহ কার্যম্ ইতি।

২.৪. ব্যাখ্যা ঃ অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে কার্যের লক্ষণ প্রকাশার্থে বলেছেন, 'কার্যং

Scanned with CamScanner

প্রাগভাব-প্রতিযোগি', অর্থাৎ যে পদার্থ প্রাগভাবের প্রতিযোগী, তাকেই 'কার্য' বলে। যে, কার্যের উৎপত্তির পূর্বে তার যে অভাব, তাই হল প্রাগভাব। কার্যের প্রাগভাবের প্রতিযোগী হল স্বয়ং কার্য। 'যস্য অভাবঃ স প্রতিযোগী'। প্রাগভাবের আদি নেই, কিন্তু অন্ত আছে। 'অনাদি সান্তঃ প্রাগভাবঃ'। ঘটোৎপত্তির পূর্বে মৃত্তিকাতে ঘটের যে অভাব তার কোন আদি নেই, অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে ঘটটি কোনকালেই মৃত্তিকাতে ছিল না। অনাদিকাল থেকে উৎপত্তিকাল পর্যন্ত মৃত্তিকাতে ঘটটির অভাব (প্রাগভাব) থাকে। এজন্য প্রাগভাব অনাদি। তবে, অনাদি হলেও প্রাগভাবের অন্ত আছে। যে মুহূর্তে ঘটটি উৎপন্ন হয়, সেই মুহূর্তেই মৃত্তিকাতে ঘটের প্রাগভাব বিনষ্ট হয়। প্রাগভাব থাকলে কার্য থাকে না, আবার কার্য উৎপন্ন হলে প্রাগভাব থাকে না। এজন্যই প্রাগভাবকে কার্যের 'প্রতিযোগী' বলা হয়েছে। প্রতিযোগীরা একত্রে অবস্থান করে না। এজন্য 'কার্যের লক্ষণ হল—প্রাগভাব-প্রতিযোগিত্বম্—প্রাগভাবের প্রতিযোগিত্বই কার্যত্ব।'[1]

নৈয়ায়িক অন্নংভট্ট প্রদত্ত কার্যের লক্ষণটি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হলে 'কারণ' সম্পর্কে নৈয়ায়িকদের অভিমত কিছুটা জানা প্রয়োজন।

উৎপত্তির পূর্বে কার্য পদার্থ কারণে বিদ্যমান থাকে (সৎ) অথবা থাকে না (অসৎ)? —এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে ভারতীয় দর্শনে দুটি প্রধান মতবাদ আছে—সাংখ্য-সমর্থিত সৎকার্যবাদ ও ন্যায়-সমর্থিত অসৎকার্যবাদ বা আরম্ভবাদ।

সাংখ্য-সৎকার্যবাদ অনুসারে, কার্যোৎপত্তির পূর্বে কার্য কারণে প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান থাকে, অর্থাৎ কার্য করণে সৎরূপে থাকে। কারণই কার্যরূপে অভিব্যক্ত হয়। কারণের মধ্যে যা অপ্রকটরূপে থাকে তারই প্রকাশ বা অভিব্যক্তি হচ্ছে কার্যোৎপত্তি। তিল থেকে তৈল উৎপন্ন হয় (বালি পিষে তৈল পাওয়া যায় না)। তিল কারণ, তৈল কার্য। তিলে তৈল প্রচ্ছন্নভাবে থাকে বলেই তিল পেষণে তৈল পাওয়া যায়। তিলের মধ্যে (কারণের মধ্যে) তৈল (কার্য) প্রচ্ছন্নভাবে থাকে বলেই তিল পেষণে তৈল পাওয়া যায়। এখানে নতুন কিছুর উৎপত্তি হয় না—যা অপ্রকট ছিল তাই প্রকটিত হয় মাত্র। কাজেই, সাংখ্য মতে 'কার্যং সৎ'—কার্যোৎপত্তির পূর্বে কার্যের অভাব থাকে না (অর্থাৎ কার্যের প্রাগভাব থাকে না), উৎপত্তির পূর্বে কার্য কারণে প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত থাকে।

ন্যায়-বৈশেষিক সমর্থিত অসৎকার্যবাদ অনুসারে, 'কার্যং অসৎ'—'উৎপত্তির পূর্বে, কার্য পদার্থ কারণে বিদ্যমান থাকে না, কার্য কারণে অসৎ।' কার্য উৎপন্ন হওয়ার অর্থই হল, 'যা আগে ছিল না তার সূচনা হওয়া'—'নতুন কিছুর সৃষ্টি হওয়া বা নতুনের আরম্ভ হওয়া।'—একথার অর্থ হল, কার্যোৎপত্তির পূর্বে কার্যের অভাব—প্রাগভাব—স্বীকার করা। এজন্যই নৈয়ায়িক অন্নংভট্ট কারণের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন 'কার্যং প্রাগভাব-প্রতিযোগি'। কার্য হল প্রাগভাবের প্রতিযোগী। যার প্রাগভাব থাকে সেটাই হল ঐ প্রাগভাবের প্রতিযোগী। মৃত্তিকা থেকে ঘট উৎপন্ন হয়। উৎপত্তির পূর্বে মৃত্তিকাতে 'ঘটের প্রাগভাব' হল ঘটরূপ কার্যের অর্থাৎ 'ঘটের' প্রতিযোগী। 'ঘটের প্রাগভাব ও তার প্রতিযোগী 'ঘট' একত্রে অবস্থান করে না। 'প্রাগভাব' বিনষ্ট হলে তবেই ঐ প্রাগভাবের প্রতিযোগী 'ঘট' উৎপন্ন হয়। কাজেই, কার্যোৎপত্তির অর্থ হল, কার্যের প্রাগভাব বিনষ্ট হওয়া। একথার অর্থ হল, উৎপত্তির পূর্বে উপাদান কারণে কার্য বিদ্যমান

১. তর্ক-সংগ্রহঃ। পৃ. ১০৭। শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী।

Scanned with CamScanner

থাকে না, উপাদান কারণে কার্যের অভাব—প্রাগভাব থাকে। এজন্যই কার্যের লক্ষণ হল—'যা প্রাগভাবের প্রতিযোগী তাই কার্য। 'কার্যং প্রাগভাব-প্রতিযোগি।'

□ ২.৫. কারণের বিভাগ

তর্কসংগ্রহ ঃ কারণং ত্রিবিধম্—সমবায্য-সমবায়ি-নিমিত্ত-ভেদাৎ। যৎ সমবেতং কার্যম্ উৎপদ্যতে, তৎ সমবায়ি-কারণম্। যথা—তন্তবঃ পটস্য, পটশ্চ স্বগতরূপাদেঃ। কার্যেণ কারণেন বা সহ একস্মিন্নর্থে সমবেতত্বে সতি যৎ কারণম্ তৎ অসমবায়ি-কারণম্। যথা—তন্তু-সংযোগঃ পটস্য, তন্তুরূপং পটরূপস্য। তদুভয়ভিন্নং কারণং নিমিত্ত-কারণম্। যথা—তুরীবেমাদিকং পটস্য।

অনুবাদ ঃ কারণ তিনপ্রকার। যথা—সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত কারণ। যাতে সমবেত হয়ে কার্য উৎপন্ন হয়, তাই সমবায়ী কারণ। যেমন, তন্তুসমূহ পটের সমবায়ী কারণ এবং পট তার স্বগতরূপ ও ক্রিয়ার সমবায়ী কারণ।

কার্য বা কারণের সঙ্গে একই অধিকরণে সমবায় সম্বন্ধে আশ্রিত থেকে যা কার্যের কারণ হয়, তাই অসমবায়ী কারণ। যেমন, তন্তু-সংযোগ পটের অসমবায়ী কারণ এবং তন্তুরূপ পটরূপের অসমবায়ী কারণ।

সমবায়ী ও অসমবায়ী কারণ ভিন্ন যা কার্যের কারণ হয়, তাই নিমিত্ত কারণ। যেমন, তুরী, বেমা প্রভৃতি পটের নিমিত্ত কারণ।

তর্কদীপিকা ঃ কারণং বিভজতে—কারণমিতি। সমবায়িকারণ-লক্ষণমাহ—যৎসমবেতম্ ইতি। যস্মিন্ সমবেতমিত্যর্থঃ। অসমবায়ি-কারণ-লক্ষণমাহ-কার্যেণেতি। কার্যেণ-ইত্যেতদুদাহরতি তন্তুসংযোগঃ ইতি। কার্যেণ পটেন সহ একস্মিন্ তন্তৌ সমবেতত্বাৎ তন্তুসংযোগঃ পটস্য অসমবায়িকারণম্ ইত্যর্থঃ। কারণেন সহ ইতি এতদুদাহরতি তন্তুরূপম্ ইতি। কারণেন পটেন সহ একস্মিন্ তন্তৌ সমবেতত্বাৎ তন্তুরূপম্ পটরূপস্য অসমবায়িকারণম্ ইত্যর্থ। নিমিত্তকারণং লক্ষয়তি—তদুভয় ইতি। সমবায্য-সমবায়িভিন্নং কারণং নিমিত্তকারণম্ ইত্যর্থঃ।

২.৫. ব্যাখ্যা ঃ অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে তিন প্রকার কারণের উল্লেখ করেছেন। যথা—(১) সমবায়ি কারণ, (২) অসমবায়ি কারণ এবং (৩) নিমিত্ত কারণ। অন্নংভট্টকে অনুসরণ করে এবং তর্কসংগ্রহে প্রদত্ত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে তিন প্রকার কারণের আলোচনা করা হল—

(১) সমবায়ি কারণ ঃ

সমবায়ি কারণের লক্ষণে বলা হয়েছে, 'যৎ সমবেতং কার্যম্ উৎপদ্যতে, তৎ সমবায়ি কারণম্'—**'যাতে সমবেত হয়ে (অর্থাৎ যাতে সমবায় সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হয়ে) কার্য উৎপন্ন হয়, তাই হল সমবায়ি কারণ।** অন্যভাবে বলা যায়—**যে দ্রব্যে আশ্রিত থেকে কার্য উৎপন্ন হয়, সেই দ্রব্যই হল ঐ কার্যের সমবায়ি কারণ।** স্পষ্টতই, **সমবায়ি কারণমাত্রই দ্রব্য পদার্থ হয়।** পট (বস্ত্র) তন্তুসমূহে সমবায় সম্বন্ধে আশ্রিত থাকে বলে তন্তু পটের সমবায়ি কারণ। তেমনি ঘট (মাটির কলস) মৃত্তিকাতে সমবায় সম্বন্ধে আশ্রিত থাকে বলে মৃত্তিকা ঘটের সমবায়ি কারণ। অবয়ব (অংশ) ও অবয়বীর (সমগ্রের) সম্বন্ধ সমবায় সম্বন্ধ। অবয়বী তার অবয়বসমূহে সমবায় সম্বন্ধে আশ্রিত থাকে। পট অবয়বী, তন্তু অবয়ব। ঘট অবয়বী, মৃত্তিকা অবয়ব। সমবায়ি

Scanned with CamScanner

কারণকে 'উপাদান কারণও' বলা হয়। পটরূপ কার্যের তন্তু উপাদানকারণ = সমবায়ি কারণ, ঘটরূপ কার্যের মৃত্তিকা উপাদানকারণ = সমবায়িকারণ। এজন্য, উপাদানকারণরূপে সমবায়ি কারণ কোন না কোন দ্রব্য পদার্থ হয়। পটের সমবায়িকারণ (উপাদানকারণ) তন্তু দ্রব্য পদার্থ, ঘটের সমবায়ি কারণ (উপাদান কারণ) মৃত্তিকা দ্রব্য পদার্থ।

অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে সমবায়ি কারণের দুটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যথা—'তন্তবঃ পটস্য, পটশ্চ স্বগতরূপাদেঃ'—(ক) পট (বস্ত্র) তন্তুসমূহে আশ্রিত হয়ে উৎপন্ন হয়, অতএব তন্তু পটের সমবায়ি কারণ। (খ) পটের রূপাদি অর্থাৎ শুক্লাদি গুণ ও ক্রিয়া পটে সমবায় সম্বন্ধে আশ্রিত হয়ে উৎপন্ন হয়, অতএব পট তার শুক্লাদি গুণ ও ক্রিয়ার সমবায়ি কারণ।

(ক) সমবায়ি কারণের ক্ষেত্রে কার্য ও সমবায়িকারণ একই অধিকরণে বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ তাদের মধ্যে সামানাধিকরণ্য থাকে। কার্য যে অধিকরণে আশ্রিত থাকে, কারণও সেই একই অধিকরণে আশ্রিত থাকে। তন্তু পটের সমবায়ি কারণ। এখানে পট কার্য, তন্তু কারণ। পটের অধিকরণ (আশ্রয়) তন্তু, তন্তুর অধিকরণও তন্তু। অবশ্য দুটি ক্ষেত্রের সম্বন্ধ অভিন্ন নয়, ভিন্ন রকমের। পটের সঙ্গে তন্তুর সম্বন্ধ সমবায় সম্বন্ধ ; আর তন্তুর সঙ্গে তন্তুর সম্বন্ধ তাদাত্ম্য সম্বন্ধ। তবে, সম্বন্ধ ভিন্ন হলেও তারা উভয়েই একই অধিকরণে (তন্তুতে) আশ্রিত থাকে এবং তাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ তা সমবায় সম্বন্ধ। ন্যায়-বৈশেষিক মতে, অবয়ব ও অবয়বীর মধ্যে অর্থাৎ অংশ ও অংশীর মধ্যে যে সম্বন্ধ তা সমবায় সম্বন্ধ। অবয়ব তন্তুর সঙ্গে অবয়বী পটের সম্বন্ধ সমবায় সম্বন্ধ, এবং যেহেতু পট কার্য ও তন্তু কারণ, সেইহেতু তন্তু হল পটের সমবায়ি কারণ।

(খ) দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে পটকে রূপাদি গুণের সমবায়ি কারণ বলা হয়েছে। রূপ হল একটি গুণ এবং গুণ নিত্যপদার্থ হয় না। গুণের উৎপত্তি আছে, বিনাশ আছে। যা উৎপন্ন হয় তাই কার্য। তাহলে রূপ একটি কার্য। কার্য-মাত্রই স্বনির্ভর নয়, পরনির্ভর অর্থাৎ কারণ-নির্ভর। রূপ তার অস্তিত্বের জন্য কোন না কোন দ্রব্যের ওপর নির্ভরশীল। পটরূপ তাই দ্রব্য পটের ওপর নির্ভরশীল। পটরূপ (শুক্লাদিরূপ) থাকার অর্থই হল দ্রব্যপটে আশ্রিত হয়ে থাকা। রূপ অনিত্য এবং কার্য হলে সেই কার্যের কারণ কি হবে? ন্যায় মত অনুসরণ করে 'নিয়ত পূর্ববৃত্তিত্ব' যদি কারণের লক্ষণরূপে গণ্য করা হয় তাহলে আশ্রয় দ্রব্যকেই রূপের কারণরূপে গণ্য করতে হবে, কেননা রূপের উৎপত্তির পূর্বে দ্রব্য (যা গুণের আশ্রয়) নিয়ত পূর্ববর্তীরূপে থাকে। তাহলে পটরূপের কারণ হবে পটদ্রব্য। ন্যায়মতে, দ্রব্য ও গুণের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ। তাহলে পট হবে পটরূপের (এবং পটের অন্যান্য গুণ ও ক্রিয়ার) সমবায়ি কারণ। রূপ এই গুণটি (কার্যটি) পটে সমবেত হয়ে উৎপন্ন হয়। অতএব, 'যৎ সমবেতং কার্যম্ উৎপদ্যতে, তৎ সমবায়ি কারণম্'—সমবায়ি কারণের এই লক্ষণ অনুসারে পট হবে পটরূপের সমবায়ি কারণ।

উল্লেখযোগ্য যে, সমবায়িকারণ কেবল ভাব-পদার্থের অর্থাৎ ভাবরূপ কার্যেরই হয়। ভাব-কার্যটি দ্রব্য হতে পারে, আবার গুণও হতে পারে। অবয়বী দ্রব্যমাত্রের প্রতি তার অবয়বসমূহই সমবায়ি কারণ এবং, জন্য-রূপ ও জন্য-ক্রিয়ার প্রতি তার আশ্রয় দ্রব্যমাত্রই সমবায়ি কারণ।'[১] অন্নংভট্ট প্রদত্ত প্রথম দৃষ্টান্তে ভাব-কার্যটি দ্রব্য, দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে ভাব-কার্যটি

Scanned with CamScanner

গুণ। প্রথম দৃষ্টান্তে বলা হয়েছে যে, তন্তু হল পটের সমবায়ি কারণ। এখানে তন্তুর কার্য পট দ্রব্য পদার্থ, দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে বলা হয়েছে যে, পট হল পটরূপের সমবায়ি কারণ। এখানে পটের কার্য পটরূপ গুণ পদার্থ। স্পষ্টতই, ভাব-কার্য মাত্রেরই সমবায়িকারণ হবে দ্রব্য পদার্থ। অভাব পদার্থের সমবায়িকারণ হয় না।

(২) অসমবায়ি কারণ ঃ

অসমবায়ি কারণের লক্ষণে তর্কসংগ্রহে বলা হয়েছে, 'কার্যেণ কারণেন বা সহ একস্মিন্নর্থে সমবেতত্বে সতি যৎ কারণম্ তৎ অসমবায়ি কারণম্'—'যে কারণটি কার্যের সঙ্গে অথবা কারণের সঙ্গে একই অধিকরণে (অর্থাৎ সমবায়ি কারণে) বিদ্যমান থাকে, তাই হল অসমবায়ি কারণ। সহজ কথায়, সমবায়ি কারণ হল সেই কারণ যা একই দ্রব্যে কার্য বা কারণের সঙ্গে বিদ্যমান থাকে। সমবায়িকারণের মতো অসমবায়ি কারণের ক্ষেত্রেও কার্য ও কারণের মধ্যে সামানাধিকরণ্য থাকে, অর্থাৎ তাদের অধিকরণ একই থাকে—কার্য যে অধিকরণে আশ্রিত থাকে কারণও সেই একই অধিকরণে আশ্রিত থাকে। তবে, সমবায়ি কারণের ক্ষেত্রে কার্য ও কারণের সম্বন্ধটি যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হয়, অসমবায়ি কারণের ক্ষেত্রে ঐ সম্বন্ধটি সর্বদা সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হয় না—কখনো সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হয়, কখনো আবার পরম্পরা-সম্বন্ধ হয়। 'দ্রব্যস্থলে অসমবায়ি কারণ সমবায়ি কারণে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এবং গুণস্থলে অসমবায়ি কারণ পরম্পরা সম্বন্ধে সম্বন্ধ হয়ে কার্যের কারণ হয়।'[১] সমবায়ি কারণের সঙ্গে অসমবায়ি কারণের অপর এক পার্থক্য হল—সমবায়িকারণমাত্রই যেমন দ্রব্য পদার্থ হয়, অসমবায়ি কারণমাত্রই তেমনি গুণ-পদার্থ অথবা কর্ম-পদার্থ হয়। তবে, সমবায়ি কারণের মতো ভাব-কার্যেরই কেবল অসমবায়ি কারণ হয়। অভাব পদার্থের যেমন সমবায়ি কারণ হয় না, তেমনি অসমবায়ি কারণও হয় না। অভাব কোন অধিকরণে সমবায় সম্বন্ধে আশ্রিত থাকে না বলেই অভাবের সমবায়ি ও অসমবায়িকারণ হয় না।

অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে অসমবায়ি কারণের দুটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, 'যথা—তন্তু-সংযোগঃ পটস্য, তন্তুরূপং পটরূপস্য—(ক) তন্তুসংযোগ পটের অসমবায়ি কারণ এবং (খ) তন্তুরূপ পটরূপের অসমবায়ি কারণ। অসমবায়ি কারণের আলোচনায় দৃষ্টান্তদুটির প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করা গেল—

(ক) পটাদি কার্যের প্রতি তন্তু-সংযোগ অসমবায়ি কারণ। ন্যায়-বৈশেষিক মতে, 'সংযোগ' হল গুণ পদার্থ যা কোন দ্রব্যে (এখানে তন্তুতে) সমবায় সম্বন্ধে আশ্রিত থাকে, কেননা দ্রব্যের সঙ্গে গুণের সম্বন্ধ সমবায় সম্বন্ধ। তাহলে বর্তমান দৃষ্টান্তে তন্তু-সংযোগ (গুণ) সমবায় সম্বন্ধে তন্তুতে (দ্রব্যে) আশ্রিত থাকে। তেমনি আবার, তন্তু পটের সমবায়ি কারণ হওয়ায় (অবয়ব ও অবয়বীর মধ্যে সম্বন্ধ সমবায় সম্বন্ধ' এবং সেজন্য তন্তু পটের সমবায়ি কারণ) পটও তন্তুতে সমবায় সম্বন্ধে আশ্রিত থাকে। স্পষ্টতই এক্ষেত্রে, একই দ্রব্যে (অর্থাৎ 'তন্তুতে') তন্তু-সংযোগ এবং সেই তন্তু-সংযোগের নিজেরই কার্য (অর্থাৎ 'পট')-এই উভয়েরই সম্বন্ধ সমবায় সম্বন্ধ। এভাবে স্বকার্যের সঙ্গে একই পদার্থে (দ্রব্যে) সমবায় সম্বন্ধে আশ্রিত থেকে যা কারণ হয়, তাকেই অন্নংভট্ট 'অসমবায়ি কারণ' বলেছেন। এখানে কারণের সঙ্গে কার্যের যে সম্বন্ধ তা হল

১. তর্ক-সংগ্রহঃ। পৃঃ ১০৮। পঞ্চানন শাস্ত্রী।

Scanned with CamScanner

সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, কেননা (i) তন্তু-সংযোগ সাক্ষাৎভাবে সমবায় সম্বন্ধে তন্তুতে আশ্রিত থাকে, এবং (ii) পটও সাক্ষাৎভাবে সমবায় সম্বন্ধে তন্তুতে আশ্রিত থাকে।

(খ) তন্তুরূপ পটরূপের অসমবায়ি কারণ। অন্যভাবে বলা যায়—পটরূপের প্রতি তন্তুরূপ অসমবায়ি কারণ। পটরূপ হল কার্য যার সমবায়ি কারণ হল পট এবং পটরূপের অসমবায়ি কারণ হল তন্তুরূপ—যে তন্তুসমূহ পট নামক কার্যের সমবায়ি কারণ। এখানে পটরূপ হল কার্য, পটরূপের সমবায়ি কারণ হল পট এবং ঐ পটরূপের অসমবায়ি কারণ হল পটের উপাদানের অর্থাৎ তন্তুসমূহের রূপ। এখানে তন্তুরূপ স্বকার্য পটরূপের সমবায়ি কারণের অর্থাৎ পটের সঙ্গে একই অধিকরণ তন্তুতে সমবায় সম্বন্ধে আশ্রিত থেকে পটরূপের অসমবায়ি কারণ হয়েছে। এই প্রকারে, স্বকার্যের কারণের সঙ্গে একই অধিকরণে সমবায় সম্বন্ধে আশ্রিত থেকে যা কারণরূপে গ্রাহ্য হয়, তাই হল অসমবায়ি কারণ। এখানে অসমবায়ি কারণের ক্ষেত্রে কার্য ও কারণের মধ্যে যে সম্বন্ধ তা পরম্পরা সম্বন্ধ। তন্তুরূপের সঙ্গে পটরূপের সম্বন্ধ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নয়, তা হল তন্তু ও পটের মাধ্যমে পরম্পরা 'সম্বন্ধ'।

(৩) নিমিত্ত কারণ ঃ

সমবায়িকারণ ও অসমবায়ি কারণের লক্ষণ উল্লেখ করার পর অন্নংভট্ট নিমিত্ত কারণের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'তদুভয়ভিন্নং কারণং নিমিত্ত কারণম,' অর্থাৎ যে কারণ-সমবায়ি নয়, অসমবায়িও নয়, তাই হল নিমিত্ত কারণ। নিমিত্ত কারণের দৃষ্টান্ত স্বরূপ অন্নংভট্ট বলেছেন, 'যথা—তুরী বেমাদিকং পটস্য'—পটের প্রতি নিমিত্ত কারণ হল তুরী, বেমা, তন্তুবায় প্রভৃতি। তুরী, বেমা প্রভৃতি পটের সমবায়ি কারণ নয়, কেননা তুরী, বেমা প্রভৃতিতে পট সমবায় সম্বন্ধে উৎপন্ন হয় না। তুরী, বেমা প্রভৃতির সঙ্গে পটের সাক্ষাৎ সমবায় সম্বন্ধ নেই। তেমনি আবার, তুরী, বেমা প্রভৃতি পটের অসমবায়ি কারণও নয়, যেহেতু তুরী, বেমা প্রভৃতি পটের সমবায়ি কারণ তন্তুতে সমবায় সম্বন্ধে অথবা স্বসমবায়ি-সমবায় সম্বন্ধে সম্বন্ধ থাকে না। তুরী বেমা প্রভৃতির সঙ্গে পটের পরম্পরা সম্বন্ধও নেই। তথাপি, তুরী, বেমা প্রভৃতিকে পটের কারণরূপে গণ্য করতে হয়, কেননা সেসব পটোৎপত্তির 'নিয়ত পূর্ববৃত্তি এবং অনন্যথাসিদ্ধ'। এজন্যই তুরী, বেমা, তন্তুবায় প্রভৃতিকে পটের প্রতি সমবায়ি কারণ অথবা অসমবায়ি কারণরূপে গণ্য করা না গেলেও 'কারণ'রূপে—'নিমিত্ত কারণরূপে'—গণ্য করতে হয়। নিমিত্ত কারণের লক্ষণ প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট তাই বলেছেন, 'তদুভয়ভিন্নং কারণং নিমিত্ত কারণম'—যে পদার্থটি কোন কার্যের সমবায়ি অথবা অসমবায়ি কারণ নয়, অথচ ঐ কার্যের কারণ, সেই পদার্থটি হল ঐ কার্যের নিমিত্ত কারণ।

উল্লেখযোগ্য যে, ভাবাত্মক কার্যেরই কেবল তিন প্রকার কারণ—সমবায়ি কারণ, অসমবায়ি কারণ ও নিমিত্ত কারণ—হতে পারে, অভাবাত্মক কার্যের (যথা—'ধ্বংস'রূপ কার্যের) কেবল নিমিত্ত কারণই হয়, সমবায়ি ও অসমবায়ি কারণ হয় না। অভাব পদার্থটি সমবায় সম্বন্ধে কোন অধিকরণে আশ্রিত না হওয়ার জন্যই অভাব পদার্থের সমবায়ি ও অসমবায়ি কারণ হতে পারে না, তবে অভাবের উৎপত্তি হওয়ায় (যেমন, একটি ঘট ধ্বংস করা হলে ধ্বংসাবশেষে ঘটের অভাবটি উৎপন্ন হওয়ায়) 'অভাব' একটি কার্য যা অবশ্যই কারণ জন্য ঃ অভাবের সেই কারণ হল নিমিত্ত কারণ। অভাব পদার্থের কারণমাত্রই নিমিত্ত কারণ।

Scanned with CamScanner

❑ ২.৬. কারণ ও করণ

তর্কসংগ্রহ ঃ তদেবৎ ত্রিতয়কারণমধ্যে যৎ অসাধারণং কারণম, তদেব করণ্‌ম্‌।

অনুবাদ ঃ এই তিন প্রকার কারণের মধ্যে যা অসাধারণ কারণ তাকেই 'করণ' বলে।

তর্কদীপিকা ঃ করণ-লক্ষণমুপসংহরতি—তদেতদিতি।

ব্যাখ্যা ঃ সমবায়ি অসমবায়ি ও নিমিত্ত—এই তিন প্রকার কারণের মধ্যে যে কারণটি অসাধারণ (ও ব্যাপারবৎ) কারণ তাকেই 'করণ' বলা হয়। সুতরাং কারণ বিশেষই করণ। করণ হল বিশিষ্ট কারণ—অসাধারণ কারণ। সমবায়ি কারণ ও অসমবায়ি কারণকে সাধারণত 'করণ' রূপে গণ্য করা হয় না। অসাধারণ নিমিত্ত কারণকেই 'করণ' রূপে গণ্য করা হয়।

Scanned with CamScanner